লকডাউনে বহু পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরলেও কাজের স্বার্থে কেউ কেউ ভিন্‌রাজ্যে থেকেও গিয়েছেন

কেরালায় কাজ পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু বাড়ির কী হবে

মে, ২০২০। পশ্চিমবঙ্গে ফেরার আগে কেরালায় একসঙ্গে সেলফি তুলছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

এটাই ভাবাচ্ছে কেরালায় কাজ করতে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের। গ্রামে ফিরলে আটকে পড়ার আশঙ্কাও আছে। লিখছেন

মোনালিসা চক্রবর্তী ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়

মে, ২০২০। পশ্চিমবঙ্গে ফেরার আগে কেরালায় একসঙ্গে সেলফি তুলছে

কালবেলা

#করোনাভাইরাস

আজ থেকে প্রায় এক বছর আগের কথা। কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরম শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি অংশ উল্লুর। সেখানকার প্রধান বাসস্ট্যান্ডে সকাল সাতটা সাড়ে-সাতটা বাজতে না বাজতেই বেশ কিছু মানুষ জড়ো হতে শুরু করেন। তাঁদের বেশভূষা কথাবার্তাতেই পরিষ্কার, তাঁরা কেউই স্থানীয় মানুষ নন। তাঁরা আসলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকের দল। এক-দু' ঘণ্টার মধ্যেই এদের বেশির ভাগকেই ঠিকাদার বা অন্য কোনও 'পার্টি' কাজের জন্য নিয়ে চলে যায়। সকাল দশটা পর্যন্তও যাঁরা কাজ পান না, তাঁরা একে একে ডেরাতে ফিরতে শুরু করেন, পরের দিন কাজ পাওয়ার অপেক্ষায়।

কেরালা সরকারের গুলাটি ইনস্টিটিউট অফ ফাইনান্স অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের ২০১৩ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেরালাতে প্রায় ২৫ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আছেন, যাঁদের মধ্যে বাঙালি শ্রমিকই প্রায় ২০ শতাংশ (অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ)। আর পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা ও বিহার থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক ধরলে প্রায় ৬২ শতাংশ। বেশি মজুরির কারণে দেশের অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের পছন্দের গন্তব্যস্থল কেরালা হলেও, এ রাজ্যেরই প্রায় পঁচিশ লক্ষ মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য দেশে কর্মরত (কোভিড অতিমারীর আগের হিসেব অনুযায়ী)।

নব্বইয়ের দশক পর্যন্তও তামিলনাড়ু ও কর্নাটক থেকে আসা শ্রমিকেরা কেরালার বাড়তি শ্রমিকের চাহিদা মেটাতেন। নব্বইয়ের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অসম, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা এই স্থান নিতে শুরু করে। কেরালাতে কাজ করা এই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নমুনা সমীক্ষা করে গত বছর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে উঠে এসেছিল। তাঁদের বেশির ভাগই নির্মাণ-শিল্পের (construction work) সঙ্গে যুক্ত, মূলত রাজমিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রির সহায়ক হিসেবে। এ ছাড়া কাঠমিস্ত্রি, রঙমিস্ত্রি, কলমিস্ত্রি, মার্বেল মিস্ত্রি, সেন্টারিং মিস্ত্রির কাজ অনেকে করেন। তবে তাঁদের একটা বড় অংশ হল অদক্ষ শ্রমিক, যাঁদেরকে দৈনিক ভিত্তিতে যে কোনও উপযুক্ত কাজেই নিয়োগ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা এই শ্রমিকদের বেশির ভাগের বয়সই তিরিশের কোঠায়। প্রায় একচতুর্থাংশ নিরক্ষর এবং বেশির ভাগই স্কুল ড্রপআউট। অনেকেই নিজেদের গ্রাম ছেড়েছেন বহু বছর আগে। গ্রামের নিকটবর্তী শহরে, কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে, অন্য রাজ্যে কাজ করে, সব শেষে কেরালাতে পৌঁছেছেন অনেকে। আবার সরাসরি গ্রাম থেকেই কেরালাতে এসেছেন যাঁরা, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়।

রাকেশ নায়ার

গত পনেরো বছর ধরে কেরালাতে কাজ করছেন এমন শ্রমিকেরও দেখা পাওয়া গেল, আবার এমনও কয়েক জনকে দেখলাম যাঁরা মাত্র কয়েকমাস হল এসেছেন। বেশির ভাগের (৮৭ শতাংশ) ক্ষেত্রেই বন্ধুরা বা গ্রামের কেউ কাজের সন্ধান দিয়েছেন। অন্যদের মাধ্যমে কাজ করতে এলেও বর্তমানে প্রায় অর্ধেক পরিযায়ী শ্রমিকই ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন।

একজন পরিযায়ী শ্রমিক মাসে গড়ে প্রায় পনেরো হাজার টাকা আয় করে থাকেন, তবে তার এক তৃতীয়াংশই (প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো) খাওয়া-থাকা ইত্যাদিতে খরচ হয়ে যায়। কেরালাতে জীবনযাপনের খরচও অন্যান্য

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই কেরালায় কাজ পেতে শুরু করেছেন তাঁরা, তবু গ্রামে ফিরতে পারলেই যেন স্বস্তি। 'পরিবারকে আর চিন্তার মধ্যে দেখতে পারছি না। বাড়ি ফিরতে চাই।'— বললেন রঞ্জক পণ্ডিত।

ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

রাজ্যের থেকে একটু বেশি। সব খরচ-খরচা বাদ দিয়েও এক একজন শ্রমিক বছরে প্রায় এক লক্ষ টাকা বাড়িতে পাঠাতে পারেন। যাঁরা দক্ষ শ্রমিক, তাঁরা আরও বেশি।

যদিও পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশির ভাগই (প্রায় ৯০ শতাংশ) বিবাহিত, স্ত্রী-পরিবারকে আনার কোনও রকম সুযোগ-সুবিধা তাঁদের নেই। তবে সুযোগ থাকলেও তাঁরা পরিবারকে এখানে আনতেন না বলেই জানান। গ্রামের বাড়িতে তাঁদের অনুপস্থিতির কারণে যে স্ত্রীরা অনেক রকম অসুবিধাতে পড়েন এ কথা প্রায় সবাই স্বীকার করলেন। বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখ সব স্ত্রীদেরই সামাল দিতে হয়। বাচ্চারা কথা শোনে না, মাঝে-মধ্যে স্কুল যেতে চায় না। কিন্তু গ্রাম বা রাজ্যে থেকে কর্মহীন অবস্থাতে বা অর্থাভাবে দিন কাটানোর তুলনায় এ সব সমস্যা যে বড় নয়, সে কথাও বললেন সবাই। সারা বছরে এক-দু'বারের বেশি গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগও পান না তাঁরা।

নিজেদের গ্রাম থেকে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে কাজ করতে আসা এই পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের বাইরে খুব একটা জগৎ নেই। বিনোদনের রাস্তাও গুটিকতক। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে, মোবাইলে গান শুনে, ভিডিয়ো দেখে আর রান্না করেই সময় কাটে তাঁদের। খবর নিয়ে জানা গেল, প্রায় ৪৫ শতাংশ ধূমপান, গুটকা বা মদ্যপানে আসক্ত।

গত ২৫ মার্চ থেকে দেশজুড়ে লকডাউন শুরু হওয়ার পর অন্যান্য রাজ্যের মতো কেরালাতেও আটকে পড়েন এই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের দল। লকডাউনের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে তাঁদের অনেকের সঙ্গেই টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হল। তাঁদের মুখেই শোনা গেল তাঁদের বর্তমান অবস্থার কথা। জানা গেল যে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই অল্প বিস্তর কাজ পেতে শুরু করেছেন তাঁরা, তবু এই পরিস্থিতিতে গ্রামে ফিরে যেতে পারলেই যেন স্বস্তি তাঁদের। 'পরিবারকে আর চিন্তার মধ্যে দেখতে পারছি না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বাড়ি ফিরতে চাই।'— জানালেন রঞ্জক পণ্ডিত (গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সমস্ত নাম পরিবর্তিত)। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কেরালায় এসে প্রায় ছ'বছর ধরে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন তিনি। প্রায় দু'মাস হতে চলল বাড়িতে কোনও টাকা পাঠাতে পারেননি। জলপাইগুড়ি থেকে আসা সঞ্জয় দাস কেরালাতে নির্মাণ-সাহায্যকারী হিসাবে আছেন প্রায় চার বছর হল। তাঁর কথায়, 'এখানে পরিস্থিতি ভালো। কাজও পাওয়া যাচ্ছে এখন। তবে এ সময় পরিবারের কাছেই ফিরে যেতে চাই। ভয় হয়, কারওর যদি কিছু হয়ে যায়, আর তো দেখতে পাব না!'

৩ জুন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন এই পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেক জন। পূর্ব মেদিনীপুরের অসীম দাস জানালেন এখন চিন্তা একটাই, 'একার উপর সংসারের পাঁচটা মানুষের দায়িত্ব।'

জলপাইগুড়ির আকাশ জানালেন 'কেরালাতে তো এখন কাজের অভাব নেই। কিন্তু পরে পরিস্থিতি কী হবে তো জানি না, আবার যদি আটকে দেয়। ভয়ে ফিরে এসেছি।' আকাশের গ্রামেরই জামিরুল জানালেন 'যাঁদের জমি জায়গা আছে, তাঁদের তেমন অসুবিধা নেই। আমাদের অবস্থাই সঙ্গিন।'

অনেক শ্রমিক গ্রামে ফিরে এলেও, কাজের কথা ভেবে ফেরেননি বেশ কিছু জন। নদিয়ার রবিন দাস প্রায় পাঁচ বছর ধরে কেরালাতে কাজ করছেন 'নির্মাণ শ্রমিক' হিসেবে। গ্রামে ফিরে আসেননি তিনি। বললেন 'কেরালাতে এখন প্রচুর কাজ। যেহেতু অনেকেই বাড়ি চলে গেছেন, তাই গত তিন সপ্তাহ ধরে প্রায় রোজই কাজ পাচ্ছি এখানে। মজুরিও আগের থেকে বেশি।' মুর্শিদাবাদের অরুণ মণ্ডল জানালেন মজুরি ভালো বলেই তাঁর কেরালায় আসা। তিনি বললেন, 'প্রায় এক মাস হতে চলল কাজে যাচ্ছি। এখন তো রোজই কাজ পাই। মজুরিও আগের তুলনায় পঞ্চাশ টাকা বেশি দেয়। এপ্রিল-মে দু'মাস বাড়ি ভাড়াও নেয়নি মালিক। এখন আর বাড়ি ফিরব না। এত দিন কাজ ছিল না, এখন টাকার খুব দরকার। দু-তিন মাস কিছু আয় করে, তবেই ফিরব। ওখানে গেলে এখন আটকে যেতে পারি।'

এক দিকে গ্রামে ফেলে আসা পরিবারকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। আর অন্য দিকে, গ্রামে ফিরলে আটকে পড়ার আশঙ্কা। আবার যদিও বা কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাওয়া যায়, তা হলেও হারানো কাজ ফিরে পাওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা অনেকটাই। এই দুই চিন্তার মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে দিন কাটছে কেরালার বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের।

মোনালিসা চক্রবর্তী গবেষক, আইডিএসকে
সুব্রত মুখোপাধ্যায় শিক্ষক, আইডিএসকে